# ডোরাকাটা বাড়ি

# ডোরাকাটা বাড়ি

সাগরিকা রায়

বইবন্ধু

Dorakata Bari
Novel
by Sagarika Ray

© Sagarika Ray

ISBN : 978-81-962582-7-6

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২৩

প্রচ্ছদ : সুমন্ত গুহ
বর্ণশুদ্ধি : স্বপনকুমার পান

প্রকাশক
**বইবন্ধু পাবলিশার্স**
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স,
৩৮ এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : ₹ ২৯৯/-

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনুজপ্রতিম শুভজিত বরকন্দাজকে অশেষ প্রীতির সঙ্গে

# লেখকের কথা

বইবন্ধু প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত “ডোরাকাটা বাড়ি” তিনটি নভেলার একত্র সহাবস্থান বলা যায়। ডোরাকাটা বাড়ি, রঙিন সাপের নাচ, বিনিসুতোর জাল। সাসপেন্স, ভয়, অপরাধ নিয়ে লেখা নভেলাগুলোতে রয়েছে ভৌতিক-অলৌকিক, ফ্যান্টাসি, মনস্তাত্ত্বিক। সব নভেলারই মূল বিষয় ভয়। ভয়, ভয়, আর ভয়! সঙ্গে অপরাধ, সাসপেন্স... রহস্যের অতল খাদ।

বইবন্ধু প্রকাশনীর কর্ণধার শিবশংকর চক্রবর্তীকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এই বইয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষকে আমার হার্দিক শুভেচ্ছা জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই আমার প্রিয় পাঠককে, যাঁরা আমার লেখাকে আপন করে নিয়েছেন।

সাগরিকা রায়

ডোরাকাটা বাড়ি ১১
রঙিন সাপের নাচ ৫৯
বিনিসুতোর জাল ৯১

# ডোরাকাটা বাড়ি

অনেক বছর হল এদিকে আসা হয়নি আমার। ভেবেছিলাম হয়তো কিছু চিনতে পারব না। যেমনটা হওয়ার কথা, সাধারণত যেমন হয়ে থাকে, যেমন দেখে থাকি আমরা। এই ছিল মাটির রাস্তা, গ্রাম্য বাউলের গান গেয়ে চলে যাওয়া, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোচ, পুকুরঘাটে স্নানরত বৃদ্ধ, কিন্তু বছর চারেক পরেই আর সে জায়গা চিনতে পারা যায় না। হুট করে শপিং মল উঠে গেছে তেড়েফুঁড়ে। মোবাইল সেন্টার-ফেন্টার হয়ে সে এক জগঝম্প কেস। এবারে এখানে আসার আগে সে-কথা মাথায় ছিল আমার। কনকপুরে বহুকাল পরে যাচ্ছি। আমার চেনা সেই কনকপুর আর নেই নিশ্চয়। আমি কি নীলদের বাড়িটা চিনতে পারব?

কিছুদিন যাবৎ নীলকে খুব স্বপ্ন দেখছি। তবুও ভাবিনি যে কনকপুরে এসে নীলের সঙ্গে দেখা করব। নিজের চাকরিবাকরি নিয়েও ব্যস্ত থাকি। এদিকে আসার কথা ভাবিনি। কিন্তু বালুরঘাট যাওয়ার সময় ট্রেনের জানালা দিয়ে কনকপুর স্টেশন দেখে কী মনে হল, নেমে পড়লাম। দেখে আসি নীলকে? এতদূরে আর আসা হবে কি না কে জানে। নীলকে স্বপ্নে দেখে যাচ্ছি দিন তিনেক হল। নীল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। অনেক বছর আগে আমি এই কনকপুরে থাকতাম। এখানেই আমার বেড়ে ওঠা। ক্লাস ফাইভে উঠে এখান থেকে চলে যাই। বাবা দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়র সম্পত্তি পেয়েছিল। উকিলের চিঠি পেয়েই বাবা দেরি করেনি। উকিলের নোটিশ ছিল, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সম্পত্তি দখল না করলে সেটা চলে যাবে দেবোত্তর সম্পত্তিতে। বাবা সম্পত্তির দখল নিতে চটপট আমাকে আর মাকে রেখে নিজে চলে গেল কলকাতায়। সব ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হবে তো! হুট বলতেই পাগলের মতো ছুটে যাওয়া ঠিক নয়। বাবা কলকাতা থেকে মোটামুটি সব বুঝে, বাড়ির দখল নিয়ে চলে এল চারদিনের মাথায়। এসে আমাকে আর মাকে নিয়ে চলে গেল এখান থেকে। খুব দ্রুত ডিসিশন নিয়েছিল বাবা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঠিক হল, আমরা এই কনকপুরকে ছেড়ে চলে যাব বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বহু প্রাচীন বনেদিবাড়িতে। আমি আমার জিনিসপত্র, বইখাতা, ইত্যাদি গোছাতে গিয়ে আর সময় পেলাম না। কিছু

রাতে দোতলা থেকে বাবাকে কেউ ডেকেছিল। বাবা আমাদের কাউকে না বলেই দোতলায় উঠে গিয়েছে। গিয়ে ডাকাডাকি করছে, "কে ডাকলে?"

কেউ জবাব দেয়নি। বাবা খুঁজে পেতে কাউকে না পেয়ে ফিরে আসছিল। কিন্তু তারপর কী হয়েছে আমি বা মা জানি না। বাবাকে না দেখে মা আমাকে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দোতলায় গিয়েছে। সরু সিঁড়ি। পাশাপাশি দুজন হাঁটা যায় না। দুপাশের দেওয়ালে গা ছড়ে যাচ্ছে। আমরা আগে পিছে উঠে যাচ্ছি আর যাচ্ছি। একসময় দেখি, দোতলায় ওঠার দরজাটা বন্ধ। ঠেলতেই খুলে গেল। দরজার মুখে বাবা পড়ে ছিল। অজ্ঞান।

মা আমাকে জল আনতে পাঠাল। আর অবিরাম বাবাকে ডেকে চলছিল। জল নিয়ে সেই লম্বা সিঁড়ি দিয়ে উঠে মায়ের হাতে জলের জগটা দিতে মা বাবার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিতে দিতে ডাকতে লাগল। বাবা আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকাল, 'কেউ ডাকল আমাকে। তাকে আর দেখতে পাইনি।'

মা ঝাঁকাতে লাগল, 'ঘুমিয়ে পোড়ো না। জেগে থাকো। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। ঘুমিও না।' কিন্তু বাবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছিল।

মা বলল, 'সু, তুই তাড়াতাড়ি কাউকে ডেকে আন বাবা। ভালো বুঝছি না। কী হল হঠাৎ করে? ভালো, সুস্থ মানুষ, খেয়েদেয়ে মুখ ধুয়ে শুতে যাবে বলে ঘরের দিকে যাচ্ছিল, কেন দোতলায় এল? কে ডেকেছে? দোতলায় কি কেউ থাকে? মনের ভ্রম ছাড়া আর কী?'

আমি ছুটে সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির দেওয়ালে হাতের নুনছাল উঠে গিয়ে জ্বালা করছে। ডেটল দেব। আগে বাবা সুস্থ হোক।

সেই শুঁটকো বিশ্বনাথ ছিল কাছের একটা পান দোকানের সামনে। আমি দেখতাম শুঁটকোকে ওই পানের দোকানির সঙ্গে গালগল্প করতে। ছুটে গিয়েছি। ওখানে খাটিয়া পেতে শুঁটকো আর তিনটি লোক তাস খেলছিল। আমার ডাকাডাকিতে ছুটেই এল। বাবাকে দোতলা থেকে নামানো হল অতিকষ্টে। মা কাঁদছিল। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। শুঁটকো বিশ্বনাথ বাকি তিনজনের সঙ্গে কী গুজুর গুজুর করছিল। আমাকে দেখে বলল, 'তোমার বাবার কী হয়েছিল? দোতলায় তো তোমরা থাকো না। তাহলে উনি এত রাতে ওখানে কেন গিয়েছিলেন?'

'আমি জানি না। বাবা বলল, কে নাকি ডেকেছিল বাবাকে। তাই বাবা ওপরে উঠে কে ডাকল দেখতে গিয়েছিল। তারপর বাবাকে নীচে দেখতে না পেয়ে আমি আর মা দোতলায় গিয়েছি। দেখি বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।'

মা অবাক হয়ে যায়। এই বাড়িতে কেউ আসে না। আসলে, এখানে বাইরের লোক চট করে ঢুকতে সাহস পেত না। এখন হয়তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের দেখে সাহস হয়েছে।

মা উঠে দাঁড়াল, 'বলুন, কাকে চান?'

'আমি এসেছিলাম... এখানে ভাড়া দেওয়া হবে শুনেছি। তাই...!' বৃদ্ধা ইতস্তত করছিল।

'ও, আচ্ছা। আসুন। বসুন।' বলে মা একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। বৃদ্ধা চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বসব কি বসব না ভাব করছিল। তারপর সত্যি বসল না। একটু থেমে চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'আমি ইন্দুমতি বসাক। ভাড়া নেব ওপর তলাটা। একটি বৃদ্ধাবাস ধরুন। মানে, আমরা পাঁচজন বৃদ্ধা থাকব। আমাদের নিয়ে কোনও ঝামেলা হবে না। মাসের প্রথমে ভাড়া পাবেন।'

'আপনার সঙ্গে কথাই শুরু হল না। আগে ভাড়া কত নেব, সেটা শুনুন।' মা সিরিয়াস।

'হ্যাঁ, সেটা জানতে হবে। বলুন।'

'ওপরতলার পুরোটা দিচ্ছি না। ওপরে তিনটে ঘর দেব। আপনাদের রান্না ইত্যাদির জন্য রান্নাঘর আছে। একটা বাথরুম কাম টয়লেট। ভাড়া পাঁচ হাজার টাকা।' মা গুছিয়ে বলল।

বৃদ্ধা খানিক চুপ থেকে বলল, 'ভাড়াটা বেশিই হচ্ছে। একটু কম হলে ভালো হত।'

মা অনড়, 'ওটাই ঠিক করা আছে। দেখুন আপনাদের সকলের সঙ্গে কথা বলে। আর একটা কথা বলা হয়নি। আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমরা থাকি গঙ্গার ওধারে। ওখানে এখন খুব ভিড়। সব অজাত-কুজাতে ভরে গিয়েছে। থাকার জায়গারও অসুবিধে। এতগুলো বুড়িকে কেউ জায়গা দিতে চায় না। বেশ, আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করে দেখি। ওরা যদি রাজি হয়, তো এসে বলে যাব। কাল থেকেই চলে আসব। আর যদি রাজি না হয়, তাহলে আর আসব না। বুড়ো মানুষ। এতটা হেঁটে আসা বড়োই কষ্টকর।' বৃদ্ধা বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে নেমে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি পেছন পেছন যাচ্ছি গেটটা বন্ধ করে দেব বলে। এত বড়ো গেট খোলা থাকলে অনাহূত লোক ঢুকে পড়ার চান্স আছে। আমি যাচ্ছি, শুনছি। আমার থেকে একহাত আগে আগে হাঁটছে বৃদ্ধা, বিড়বিড় করছে। কী বলছে, আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু এইটুকু শুনতে পেলাম, 'আমি আসব হে কুলদাচরণ। এখানেই আসব।'

বৃদ্ধা গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে আমি বাইরে না গিয়ে ভেতরে দাঁড়িয়ে গেট

একজন দাঁড়িয়ে আছে। ঝাঁকড়া চুল, লোক একটা।

আমি প্রচণ্ড ভয় পেলাম। চেঁচাব, এমন শক্তি নেই। তবে আমি চিরকালই ডাকাবুকো। চট করে ভয় পাই না বলে ভাবলাম একটা লাঠি নিয়ে বের হতে হবে। আশ্চর্যের কথা, লোকটা মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কিন্তু এগিয়ে আসছে না। সেই গভীর রাত, দূরে কোথায় রাতচরা পাখির ডানা ঝাপটে উড়ে যাওয়ার শব্দ, অশ্বত্থগাছের ঘন ছায়ায় মাখামাখি বাড়ির উঠোনে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, জারুল গাছের এক থোকা ফুল ঝুপ করে আমার জানালার সামনে এসে পড়ল। আরে, এখানে কী করে ফুলগুলো এল? জারুল গাছ বাড়ির পেছন দিকে! হাওয়াও হচ্ছে না যে উড়ে আসবে এদিকে! ওই লোক বা কী জানি কী, সে ছুড়ে মারেনি তো জারুলফুল? ও কে আসলে? এমন কি হতে পারে, কোন পাগল-টাগল ঢুকে পড়েছে বাড়িতে? কিন্তু এখানে সেরকম পাগল তো দেখিনি। কে এই লোকটা?

আস্তে আস্তে জানালার পাল্লা বন্ধ করে চুপচাপ ঘরে বসে অপেক্ষা করছি। লোকটা যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কেউ জানে না। সেই সময়ে লোকটা বা অন্য কিছু (সেটা কী, আমি জানি না, কিন্তু মনে হয়েছে, এ কি আমাদের দুনিয়ার কেউ?) কী করবে জানি না। বুঝতে পারছি না। শুনেছি, এখানে অনেক বছর আগে একটা মাঠ ছিল, যেখানে ছোটো বাচ্চা মারা গেলে তার লাশটা পুঁতে রাখা হত। কিন্তু, অনেক সময়, যেহেতু ওখানে লোক সমাগম হত না, নির্জনই থাকত মাঠটা, এবং খানিকটা ছমছমে, সেহেতু অনেক বেআইনি লাশ ওখানে পুঁতে রাখা হত। অনেকে ওই মাঠের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কান্নার আওয়াজ শুনেছে। আর ঘটনা হল, আমাদের বাড়ি থেকে সেই মাঠের কিছু অংশ দেখা যায়। সেখান থেকে কোন অতৃপ্ত আত্মা কি আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে? আত্মার মৃত্যু হয় না। অতৃপ্ত আত্মা সব সময় মানুষের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিছু বলতে চায়। কখনও ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

এসব শুনেছিলাম। ভয় হল। ওই অজানা জীবটির পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে নাকি? আমি পাহারা দিয়ে বসে থাকি। দেখি ওটা কোথায় যায়। বসে থাকতে থাকতে জানালায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ কোথায় কী পড়ল দুম করে, আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে। আকাশের রং পালটে যাচ্ছে। আর কোথাও কিচ্ছু নেই। কে ছিল সে?

মাকে কিছু জানাইনি। কী দরকার অযথা ভয় দেখিয়ে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে একা হাঁটছি, আর গতরাতের ঘটনা ভাবছি। সামনে কিছুটা গিয়ে একটা মসজিদ পড়ল। সেখানেও কাউকে দেখলুম না। এলাকাটা বড্ড নির্জন সত্যি।

রাস্তাটা দেখে ভারী অবাক লাগল। জঙ্গুলে জায়গা। এদিকে কি লোকজন আসে না নাকি? কতকাল ঝোপঝাড় আগাছা সাফ করা হয়নি, কে জানে! রাস্তার দু'পাশের বড়ো বড়ো গাছগুলো ঝুঁকে ঝুঁকে পড়েছে রাস্তার ওপরে। দিনের বেলায় অন্ধকার নেমে আসা কাকে বলে বুঝতে পারছি। আমি আরেকটু যাব। অনেকটা এসেছি বলে পা ব্যথা করছে, কিন্তু ইচ্ছে করছে যেতে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে আরেকটু যাই। আমি যাচ্ছি। যেতে যেতে ঝোপঝাড়ের রাস্তা ক্রমে শেষ হয়ে একটা মাঠের মধ্যে এসে পড়লুম। মাঠ। বিশাল মাঠ। ঘাসশূন্য মাঠ আমি প্রথম দেখলুম আজ। কেমন যেন অস্বাভাবিক মাঠটা। এক কণা তাজা ঘাস নেই। মরা শুকনো হলদে হলদে ঘাস। আপাতদৃষ্টিতে চোখেই পড়ে না। মাঠের শেষ দেখতে পাচ্ছি না। মাঠ কিন্তু সমান নয়। মাঝে মাঝেই উঁচু উঁচু ঢিবি রয়েছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি। ইচ্ছে করছে মাঠের ভেতরে ঢুকে যেতে। তীব্র আকর্ষণ যাকে বলে। কিন্তু, কেউ বা কিছু আমাকে বাধা দিচ্ছে। আসলে আমার একটা মন যেতে চায়, অন্য মন বাধা দেয়। মাঠের ভেতরে এমন হাহাকার রয়েছে, মনে হয় আমি এই পৃথিবীর কেউ নই। এই মাঠ যেন অশরীরীর হাতের বাঁধনে বাঁধা। আমার গা শিউরে উঠল। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি? এই সময় একটা দৃশ্য দেখে স্থির হয়ে গেলাম। একেই আমি যেন এই দুনিয়ার বাইরের অন্য দুনিয়ায় অনাহূত ঢুকে পড়েছি, এখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই, তার ওপরে মরা বিকেলের ছায়ায় পুরোটাই অস্বাভাবিক লাগল।

## ছয়

দেখলুম, ছায়াচ্ছন্ন মাঠের ভেতর থেকে দুটো কুকুর বেরিয়ে এল। মহাকায় কুকুর। পাঁশুটে রঙের কুকুর দুটোর গায়ে একই রকম কালো কালো লম্বাটে দাগ।

বিশাল কুকুর দু'টোর চোখের দৃষ্টি দেখে ভয় পেলুম। কপিশ বর্ণের চোখের তারা। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করল। আমি হাতে কিছু রাখিনি, একটা গাছের ডাল অব্দি নেই। কী করব এখন? দৌড়তে গেলে এরা তাড়া করে আমাকে ধরে ফেলবে। আর ধরে ফেললে ছিঁড়ে ফেলবে, আমি শিওর। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। একটা ঝাপসা বেলা পড়ে যাওয়া রং ছড়িয়ে গেল চারপাশে। মাঠের ওপর দিয়ে ঝাপসা ওড়না উড়ে এসে সব ঢেকে দিতে চলেছে।